কোটচাঁদপুরে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সাফদারপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকালে সাফদারপুর বাজার চত্ত্বরে সাফদারপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি নওশের আলী নাসিরের সভাপতিত্বে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ রেলপথ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্নকে বাঁধা গ্রস্থ করতে ১৫ আগস্ট স্ব-পরিবারে তাকে হত্যা করা হয়। জাতির জনকের হত্যাকারীদের ইনডেমনেটি দিয়ে জিয়া খুনিদের পুরস্কৃত ও পুনঃবাসন করে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই সোনার বাংলা, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার জন্য জাতির জনকের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নীরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। আজ আমরা গর্ভ করে বলতে পারি আমরা নিজেদের অর্থে পদ্মা সেতু করেছি। বক্তব্যে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর বাকী খুনিদের এই বাংলার মাটিতে বিচারের মাধ্যমে ফাঁসি কার্যকর করা হবে।

অন্যান্যদের মধ্যে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন ফারুক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি, দোড়া ইউপি চেয়ারম্যান কাবিল উদ্দিন, উপজেলা আ.লীগের যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক সামাউল হক লাড্ডু, উপজেলা আ.লীগের সহ-সভাপতি কায়দার রহমান, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শেখ শাহীন।

সাফদারপুর ইউনিয়ন আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ খালিদ হোসেন টুটু’র পরিচালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আ.লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম খাঁন বাবলু, কুশনা ইউপি চেয়ারম্যান আঃ হান্নান, এলাঙ্গী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান খাঁন, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম,

দোড়া ইউনিয়ন আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আজগর আলী, কুশনা ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি মোঃ আবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, আ.লীগ নেতা ও ইউপি সদস্য আয়ুব হোসেন, মহিলা নেত্রী রুবিনা খাতুন প্রমূখ। পরে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবার সহ দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনীতে ভাংড়ি ব্যবসায়ীর স্ত্রীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হোগোল বাড়িয়া গ্রামে এক ভাংড়ি ব্যবসায়ীর স্ত্রীকে জোর পুর্বক যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে। সোমবার সকালে যৌন নিপীড়ক উসমানের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ভুক্তভোগী ওই নারী।

জানাগেছে, গত রবিবার রাত ৮ টার সময় গোগলবাড়িয়া গ্রামের হির পাড়ার এক দিনমজুর ভাংড়ি ব্যবাসীয়র স্ত্রী তার নিজ ঘরে বসে হাতুড়ি দিয়ে লোহা ভাঙ্গা ও ভাংড়ি ভাছাইয়ের কাজ করছিলেন। এসময় প্রতিবেশী কাশেমের ছেলে উসমান (৩২) ওই নারীকে জোরপুর্বক যৌন নিপীড়নের চেষ্টা চালাই।

এসময় নিজেকে রক্ষা করতে ওই নারী চিৎকার করে এবং নিজেকে ছাড়াতে ওসমানের পিঠে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে উসমান পালিয়ে যায়। ওই নারীর চিৎকারে তার বৃদ্ধা শাশূড়ি ছুটে এসে তার পত্র বধুকে রক্ষা করে। পরে তার স্বামী বাড়িতে আসলে ঘটনাটি জানায়।

এবিষয়ে উসমানের পরিবকারকে বিষয়টি জানালে উল্টো ভাংড়ি ব্যাবাসয়ীর ওপর ক্ষিপ্ত হয় এবং বড় ধরনের ক্ষতি করার হুমকি দেয়। সোমবার সকালে ওই নারী ও তার শাশুড়ি গাংনী থানায় হাজির হয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগকারি ওই নারী জানান, এর আগেও বেশ কয়েকদিন ধরে আমাকে জোর করে শ্লীলতাহানীর চেষ্টা করে। আমার তিনটি মেয়ে রয়েছে। দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে স্বামীর সংসার করছে। মান সম্মানের ভয়ে কিছু বলিনি।

নাম প্রকাশে গোপনীয়তা বজায় রাখার শর্তে স্থানীয়রা জানান, উসমান এলাকার একজন চিহ্নিত মাদক সেবী। সে সব সময় গাঁজা ও ফেন্সিডিলে আসক্ত থাকে। তার সাথে বিভিন্ন এলাকার মাদক ব্যাবসায়ীদের যোগাযোগ আছে, যার কারনে তার ভয়ে এলাকার কেউ মুখ খুলতে সাহস পাইনা। উসমানের ভয়ে অনেকেই অতংকিত হয়ে থাকে বলে জানান স্থানীয় এক ভ্যানচালক।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, এবিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ করেছে ওই নারী। তবে বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার উদ্যোগে ছাদবাগানে বৃক্ষরোপন

রোটারিয়ান স্মৃতি সুরেকা পরিবেশ রক্ষায় বাড়ির ছাদে সবুজ বাগান তৈরি করেছেন। তিনি কুষ্টিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রোটারীয়ান অজয় সুরেকার সহধর্মীনি। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেই তিনি তার ছাদে ড্রাম ও টবে গাছ লাগিয়েছেন।

মঙ্গলবার তার ছাদবাগানে গিয়ে আরও কিছু গাছ লাগিয়ে বৃক্ষরোপন কর্মসুচির শুভ সূচনা করা হয়।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার উদ্যোগে প্রতিদিনের মতো এ বৃক্ষরোপনের কর্মসূচী পালন করা হয়।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার প্রেসিডেন্ট রোটারীয়ান কাজী শামসুন

নাহার আলো এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন।

রোটারিয়ান স্মৃতি সুরেকা বলেন, গাছের পরিচর্যার ব্যাপারে তিনি বলেন, বাগানের প্রত্যেকটা গাছকে তিনি নিজের সন্তানের মতোই যত্ন করেন। কোন ধরনের রাসায়নিক সার প্রয়োগ না করে জৈব সার ব্যবহার করেন।

পরিবেশ রক্ষায় বাড়ির ছাদে সবুজ বাগান তৈরি করেছেন কেন এমন প্রশ্নের জবাবে রোটারিয়ান স্মৃতি সুরেকা বলেন, বিষমুক্ত টাটকা ফল-মূল, শাক-সবজির স্বাদ আস্বাদনের জন্য ছাদে বাগানের কোন বিকল্প নেই। শহরের পরিবেশ রক্ষায় এ ধরণের ছাদ ও ব্যালকনি বাগানের ভূমিকা অপরিসীম।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার সেক্রেটারী রুয়াইম রাব্বী জানান, রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়া ৭ম দিনের মতো আহার প্রতিদিন এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছে। এ ধারাবাহিকতা মঙ্গলবার শহরের বিভিন্ন এলাকায় খাদ্য উপহার প্রদান করা হয়।প্রতিদিনের খাবার বিতরণের পাশাপাশি আজকের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রোটারিয়ান স্মৃতি সুরেকার বাড়ির ছাদে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে কর্মসুচির শুভ সূচনা করা হয়।

কুড়ুলগাছিতে সাংবাদিক আলমগীর ‘র উদ্যোগে ছাত্রলীগের মাঝে ফুটবল বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি আনান্দ বাজার পাড়ায় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি সাংবাদিক আলমগীর’র উদ্যোগে ছাত্রদের মাঝে ফুটবল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৫ টার সময় কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের বুইঁচিতলা গ্রামের ছাত্রদের মাঝে ফুটবল বিতরণ করেন। এলাকার গরীব দু:খী মানুষের পাশে থেকে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সাংবাদিক

আলমগীর।

এসময় তিনি বলেন,খেলাধুলা ছাত্র- ছাত্রীদের মন প্রফুল্ল রাখতে সহায়তা করে, মাদকের নেশা থেকে বিরত রাখে। ছাত্রদের উদ্দ্যেশে আরও বলেন, তোমরা মনযোগ দিয়ে পড়া-লেখার পাশাপাশি নিজেদের এলাকায় ছোট-ছোট মাঠে ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট খেলে আগামী দিনে জাতীয় পর্যায়ে খোলার সুযোগ পেতে পারো।

ফুটবল বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আ: লীগের সহ সভাপতি তারিক রহমান, ছাত্রলীগ সদস্য ফিরজ, বাসার, সজিব, ইমরান, তাহের, মাফুজুর রহমান, মনিরুল, শাহিন, রবিউল, ফারুক, ইসমাইল ইসলাম সহ সকল নেতৃবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুতায়িত হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে বেলগাছি গ্রামে ইমাদুল নামের এক শ্রমিক মারা গেছেন।

গতকাল রবিবার দুপুরে গ্রামের একটি পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করার সময় তিনি বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান।

নিহত ইমাদুল বেলগাছি গ্রামের সাহজাহানের ছেলে। তিনি বেলগাছি গ্রামের নুহু নবীর পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করতেন।

জানা গেছে, ইমাদুল প্রতিদিনের ন্যায় তার কর্মস্থান পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করতে যান। এ সময় বিদ্যুতের সুইসবোর্ডের প্লাগে একটি তার ঢোকাতে গেলে পুরো ফার্মে বিদ্যুতায়িত হয়ে যায়। তার শরীরও বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়ে। তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

পরে পোল্ট্রি ফার্মের মেইন সুইস বন্ধ করে নিহত ইমাদুলকে উদ্ধার করা হয়। ইমাদুলের দুইটি সন্তান রয়েছে। পরিবারে একমাত্র কর্মক্ষম ইমাদুলের অকাল মৃত্যুতে তার স্ত্রী ও দুইটি সন্তান অসহায় হয়ে পড়েছেন।

কুষ্টিয়ায় নমুনা না দিয়েই করোনা পজিটিভ

কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নমুনা না দিয়েই করোনা পজেটিভ শনাক্ত হন শহরের এক বাসিন্দা। বুধবার রাতে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সদস্যরা ওই ব্যক্তির বাড়ি লকডাউন করতে যান।

এসময় ওই বাসিন্দা হত-চকিত হয়ে বলেন, আমি তো করোনা পরীক্ষার কোন নমুনাই দেইনি কিংবা স্বাস্থ্য বিভাগের কেউ আমার বাড়িতে এসে নমুনাও সংগ্রহ করেনি।

তিনি আরো বলেন, আমাকে তাহলে করোনা পজিটিভ শনাক্ত করা হলো কেন? এনিয়ে শহরময় হাস্যরস ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শহরের পূর্ব মজমপুর এলাকার বাসিন্দা গোলাম রসুল (৬২) কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগে অবসরপ্রাপ্ত এমএলএসএস।

তিনি জানান, গত মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে তিনি কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগে ডায়াবেটিস পরীক্ষা করানোর জন্য রক্তের নমুনা দেন। এছাড়া তিনি হাসপাতালের ফ্লু কর্নারে করোনা পরীক্ষার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেন। এরপর তার নাম, ঠিকানা ও মুঠোফোন নম্বর লিখে চিকিৎসক তাকে পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র নেন।

তবে হাসপাতালে করোনার নমুনা দেওয়ার কথা থাকলেও পরে তিনি আর নমুনা দেননি। কিন্তু গোলাম রসুল নমুনা না দিলেও বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সদস্যরা তার বাড়ি লকডাউন করতে এনেস জানায় যে, বুধবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবরটোরিতে নমুনা পরীক্ষার প্রাপ্ত তালিকায় গোলাম রসুলের নাম রয়েছে। গোলাম রসুল জানান, করোনার কোন উপসর্গ তার ছিল না। যেহেতু চলাফেরায় তিনি অনেক মানুষের সংস্পর্শে গেছেন তাই তিনি ফ্লু কর্নারে পরামর্শ নিয়েছিলেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের উপ-পরিচালক নুরুন্নাহার বেগম জানান, বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছি। খতিয়ে দেখে এ ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটনের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক সেন্টার’ এর লাইভে ডিএমপির কমিশনার নাসিরুল্লাহ্

সংগঠনটির নাম ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’। বয়স প্রায় সাড়ে সাত বছর। ২০১৬ এর আগে অব্দি তারা কাজ করতো সামাজিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে। ২০১৬ থেকেই তারা সামাজিক কাজটাকে ধরে রাখার পাশাপাশি তাদের সাংগঠনিক মূল লক্ষ্যকে দাঁড় করায় ‘স্কিল ডেভেলপমেন্ট’কে। এ পর্যন্ত কখনই তারা তাদের কোনো ধরণের কার্যক্রমকে ফেসবুকে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে আনেনি।

কোয়ারেন্টাইনের মধ্যে মানুষ যেন বিনামূল্যেই ভালো কিছু শিখতে পারে ঘরে বসেই, সেজন্য ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’ এবার অনলাইন লার্নিং ভিত্তিক একটি প্রোজেক্ট গ্রহণ করেছেন, যেটির নাম ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক সেন্টার’। একটি গ্রুপের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন দক্ষ মানুষকে ‘লাইভ শো’তে এনে অনলাইন পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয় ২৫ এপ্রিল থেকে, যদিও গ্রুপটির সৃষ্টি ১৮ এপ্রিল। এক মাসেরও কম সময়ে তারা ইতোমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষের কাছে ভালো একটি জায়গা করে নিতে পেরেছে। এই লাইভ শো’গুলো উপস্থাপনা করে চলেছেন ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’এর প্রতিষ্ঠাতা এবং উপস্থাপক ঈশা খান (অপূর্ব)।

১৯ মে তাদের এই লাইভ শো এর অষ্টম পর্ব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এবং এই পর্বে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)-এর কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের সাইবার সিকিউরিটি এন্ড ক্রাইম ডিভিশনের সম্মানিত সিনিয়র এ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার জনাব সাইদ নাসিরুল্লাহ্। ১৯ মে ঠিক রাত ৯ টায় ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’এর অফিসিয়াল

ফেসবুক ফ্যান পেইজ থেকে এই লাইভটি সম্প্রচার করা হবে। এই শো-এর আলোচনার বিষয় বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে ‘সাইবার ক্রাইম’।

‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’ এর প্রতিষ্ঠাতা ঈশা খান (অপূর্ব)’ এর কাছে এই লাইভ শো-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানতে চাওয়া হলে, উত্তরে তিনি বলেন, “আমরা মূলত খুবই সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর দক্ষ মানুষকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর চেষ্টা করছি। আমরা জানি, আমাদের অডিয়েন্স বেশিরভাগই মফস্বল শহরাঞ্চলগুলো থেকে বা যাদের সাথে ঢাকার সম্পর্ক তুলনামূলক কম। ঢাকা কেন্দ্রীক মানুষ কিছুটা হলেও এই ধরণের জ্ঞান পাওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু মফস্বলের ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক কিছু থেকেই এখনও অনেকটাই বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত, যতটুকু তারা পায়, সেটাও এমনভাবে পায় যে সেগুলো বুঝতে গেলেও কাউকে আগে থেকেও কিছুটা স্টাডি করে রাখতে হয়। সেই কারণে আমরা চেষ্টা করি আমাদের আলোচনাকে খুবই সহজবোধ্য করার যেন সকলেই নির্দ্বিধায় এটি বুঝতে পারে”।

একই সাথে আমরা ঈশা খান (অপূর্ব)-এর কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম এই পর্বে সিনিয়র এ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার মহোদয়কে অতিথি হিসেবে রাখা এবং এই পর্বের বিষয়ে। এ সম্পর্কে উত্তরে তিনি বলেন, “কোয়ারেন্টাইনে মানুষ সবাই ঘরে বসে। সুতরাং, তারা সবচেয়ে বেশি সময় কাটাচ্ছে অনলাইন দুনিয়াতেই। সোস্যাল মিডিয়া সহ অন্যান্য অনলাইন সাইটগুলো অতি মাত্রায় ব্যবহার করলেও, আমরা এর থেকে কী ধরণের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে, এ সংক্রান্ত জ্ঞান সবার মাঝে নেই।

সেই কারণেই আমরা চেষ্টা করেছি এই ‘সাইবার ক্রাইম’ বিষয়েই একটি পর্বের আয়োজন করতে। সাইদ নাসিরুল্লাহ অভি ভাইয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ তিনি আমাদের সাথে এত সুন্দর ভাবে কো-অপারেট করেছেন। আমরা ছোট মানুষ। তবুও তিনি খুব আন্তরিকভাবেই আমাদেরকে গ্রহণ করেছেন এবং এই উদ্যোগী আয়োজনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। একই সাথে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ‘দা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড’-এর ক্রাইম ডিপার্টমেন্টের করেস্পন্ডেন্ট এবং বড় ভাই জিয়া চৌধুরি ভাইয়াকে। এই পর্বের জন্য উনার আন্তরিকতাও ছিল চরমে। এই মানুষগুলোকে সাথে না পেলে কোনোভাবেই এই আয়োজন এত সুন্দরভাবে করা সম্ভব ছিল না”।

‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’এর পক্ষ থেকে সকলকে এই লাইভ আয়োজনটি দেখার জন্য আমন্ত্রন জানিয়েছেন ১৯ মে বাংলাদেশ সময় ঠিক রাত ৯টায়।

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষে গাংনীতে দেড় শতাধিক পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরন

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে দেড় শতাধিক পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়েছে।

বুধবার সকাল ১১ টায় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স্রের উদ্যোগে এ খাদ্য বিতরণ করা হয়। এসময় মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক,সহকারী কমিশনার ভুমি ইয়ানুর রহমান,উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক গোলাম মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন।

ফেসবুকে পোস্ট দেখে ব্যার্থ অভিযান ইউএনও’র

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা বাজারে খোলা বাজারে বিক্রয় হচ্ছে সরকারি চাউল। এমন একটি তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোষ্ট করা হয়। পোস্টটি শেখ মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন নামের একটি আইডি থেকে পাওয়া যায়।
এই পোস্টে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান ধানখোলা বাজারের ব্যবসায়ী আতিয়ার রহমানের ছেলে আল আমীনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করেন।
ঐ ব্যবসায়ী দাবি করেন তার প্রতিষ্ঠানের চাউল সরকারি নয়। ব্যাসায়ীর

দাবি বামন্দী বাজারের রেজাউলের নিকট থেকে তিনি চাউল ক্রয় করেছেন। বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার জন্য নির্বাহী কর্মকর্তা বামন্দীর ঐ ব্যাবসায়ীর সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করেন। তাতে তিনি
জানতে পারেন এগুলো সরকারি চাউল নয়। তারপরও অধিকতর নিশ্চয়তার জন্য
গাংনী খাদ্য পরিদর্শক মতিয়ার রহমানকে অভিযানস্থলে তলব করেন। তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করেন যে এটা সরকারি চাউল নয়।
পরে উপজেলা প্রশাসন ফিরে আসেন।
এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন,
আসলে এখনকার পরিস্থিতিতে ফেসবুকে চাউলের অনিয়মের ঘটনা পোস্ট হওয়ায় সরকারের ভাবমুর্তি নষ্ট হয়। যে কারণে এ অভিযান পরিচালনা করা
হয়েছে।
পরে প্রমানিত হয় যে আসলে ফেসবুকে যে পোষ্ট করেছে সে না জেনে
ভুল তথ্যের উপর পোস্ট করেছে।
তিনি আরও বলেন, পোস্ট কারিকে ঐ স্থানে ডাকা হয়েছিল কিন্তু সে ঢাকায় আছে বলে জানান।

গাংনীতে সরকারি খাদ্য সহায়তা প্রদান

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সকল কর্মহীন মানুষদের সরকারি খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সরকারের নির্দেশক্রমে খাদ্য গুদাম থেকে প্রায় দেড় হাজার কর্মহীন হয়ে পড়া পরিবারের মাঝে এ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানের সভাপতিত্বে এ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

এ সময় মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোঃ সাহিদুজ্জামান খোকন, উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, পৌর চেয়ারম্যান মো:

আশরাফুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন সহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগ উপস্থিৎ ছিলেন।